বিদেশগামী কর্মীদের অবশ্য পালনীয় ও বর্জনীয় বিষয়
(Dos and Don'ts)

১। সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষাগত দক্ষতা অর্জনঃ

বিশেষ কোন দেশে গমনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কর্মীকে সে দেশের ভাষার উপর দক্ষতা অর্জনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা চালাতে হবে।

এজন্য সংশ্লিষ্ট দেশের মুভি ও টি.ভি চ্যানেল দেখা, ইউটিবের ভিডিও ক্লিপ দেখা ও সংশ্লিষ্ট ভাষা অনুশীলণ করা উচিত। এছাড়াও বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার এপ্লিকেশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ভাষা শেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

গন্তব্য দেশে গিয়ে সকল সহকর্মীদের সাথে সে দেশের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করতে হবে।

২। সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন ও প্রতিপালনঃ

গন্তব্য দেশের নাগারিকদের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে কথোপকথনের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংস্কৃতির প্রতি সচেতন থাকতে হবে।

বাংলা ভাষায় আপনি, তুমি এ রকম শব্দের মত বিদেশী ভাষায় অনুরূপ শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এজন্য বয়স, সামাজিক মর্যাদা এবং সম্পর্ক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ভাষায় নিখুঁতভাবে শব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে।

৩। শৃংখলা ও দায়িত্ববোধ প্রদর্শনঃ

নিখুঁতভাবে কর্মস্থলের কাজ সম্পন্ন করা, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং পরিপাটি থাকা প্রয়োজন। নিয়োগকর্তার আস্থাভাজন ও ভালোবাসা অর্জন করতে চাইলে এই বিষয়টি অবশ্যই মেনে চলতে হবে ।

৪। সৌজন্য, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার পালনঃ

প্রযুক্তির সাথে সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটালেও সংস্কৃতিকে উন্নত দেশের মানুষ ভুলে যায় না। তাই কর্মী হিসেবে উন্নত দেশে অবস্থান করার সময় সেই দেশের সৌজন্য, ভদ্রতা ও যথাযথ রীতিনীতি পালন করতে হবে।

৫। জীবন যাপন ও খাদ্যভ্যাস বিষয়ে সচেতনতাঃ

বিদেশ গমনের পর যে ধরনের পরিবেশে একজন কর্মীকে খাবার খেতে হবে বা জীবন যাপন ও কর্ম সম্পাদন করতে হবে তা বাংলাদেশের পরিবেশের সাথে নাও মিলতে পারে। এজন্য বিদেশ যাত্রার পূর্বে প্রবাস জীবনের খাদ্যাভাস ও কাজের পরিবেশ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা নিয়ে বিদেশ গমন করতে হবে।

প্রয়োজনে পছন্দমত খাদ্য তালিকা তৈরি করে নিতে হবে কিন্তু খাবার নিয়ে কোন অশোভন ও অভদ্র আচরণ করা যাবে না।

কোন খাদ্য বা পানীয় প্রত্যাখান করতে হলে বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখান করতে হবে।

ছুটি বা অন্য কিছুর প্রয়োজন হলে নিয়োগকর্তাকে আগে থেকেই অবহিত করতে হবে। যেমন শারীরিক অসুস্থার জন্য বিশ্রামে থাকতে চাইলে বা ছুটি প্রয়োজন হলে তা আগের দিনই জানাতে হবে।

৬। পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতাঃ

বিদেশী নিয়োগকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্মীদের বাসস্থান প্রায়শঃ পরিদর্শন করে থাকেন। এ কারণে সবসময় শোবার ঘর, বাথরুম, রান্নাঘর ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বাসস্থানের সাথে কাজের জায়গাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গুছিয়ে রাখা উচিত। সেই সাথে নিজের পোশাক পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখতে হবে।

৭। যৌনাচারগত শোভনতাঃ

ভিনদেশী নারীদের প্রতি কোন ধরণের অসৌজন্যমূলক বা অশ্লীল আচরণ করলে অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

উন্নত দেশের নারীরা পাশ্চাত্য ধরণের পোশাক পরতে অভ্যস্ত। তারা অপিরিচিত পুরুষের আমন্ত্রণে রেস্তোরা বা কফিশপে যান। কিন্তু কোনভাবেই এই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের সুযোগ নেওয়া যাবে না।

সমুদ্র সৈকতে ও অন্যান্য স্থানে সেলফিতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোন বিদেশী মেয়েকে নিয়ে তাঁর অনুমতি ছাড়া ছবি তোলা, গণপরিবহনে চলাফেরার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে মেয়েদের গায়ে স্পর্শ করা ও ধাক্কা দেয়া বা বিদেশী কোন নারীর প্রতি খারাপ দৃষ্টি দেওয়া দন্ডনীয় অপরাধ। তাই এ ধরনের কোন কাজ করা যাবে না।

বিদেশী নাগরিকেরা তাঁদের শিশুদের স্পর্শ করা বা কোলে নেওয়া বা আদর করা পছন্দ করেন না। তাই এ বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে ।

৮। সড়কে চলাচলঃ

রাস্তা পারাপারের সময় অবশ্যই সিগন্যাল দেখে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হতে হবে। ভ্রমণের সময় অবশ্যই ট্রাফিক আইন ও বিধি মেনে চলতে হবে।

বিদেশে বাস, ট্রেন, সাবওয়ের ভাড়া দেওয়ার জন্য ট্রান্সপোর্ট কার্ড রয়েছে। কনভেনিয়েন্ট স্টোর থেকে এসব কার্ড রিচার্জ করা যেতে পারে।

৯। মাদক সেবন নিষিদ্ধঃ

মাদক সেবন একটি ফৌজদারি অপরাধ। মাদক সেবনকারী কর্মীগনের বিদেশেগমন থেকে বিরত থাকা উত্তম । কোন অবস্থাতেই বিদেশে মাদক সেবন করা যাবে না।

ধূমপান নিষিদ্ধ এলাকায় ধূমপান করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই, নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্যকোন স্থানে ধূমপান করা যাবেনা।

১০। অবৈধভাবে অবস্থান নিষিদ্ধঃ

বিদেশে অবৈধভাবে অবস্থান করা বা বিনা কারণে চাকরি পরিবর্তন করা দন্ডনীয় অপরাধ । তাই এরূপ কোন কাজ করা যাবে না।

এক নজরে বিদেশে অবস্থানকালে করণীয় বিষয়সমূহঃ

১. প্রত্যেক দিন কর্মস্থলে এসে সহকর্মী ও বসদের সাথে হাসিমুখে এবং যথাপোযুক্তভাবে সালাম দেওয়া;
২. ভুল/দোষ হলে তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকার করা, ক্ষমা চাওয়া এবং ভুল/দোষ যাতে দ্বিতীয়বার না হয় সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;
৩. কর্মস্থলে নির্ধারিত সময়ের নূন্যতম ২০ মিনিট আগে এসে প্রাক প্রস্তুতি নেওয়া;
৪. কাজে সর্বোচ্চ নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতা বজায় রাখা;
৫. মালিক পক্ষ বা কোন সহকর্মীর সাথে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে তাড়াহুড়া করে কোম্পানি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত না নিয়ে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা;
৬. যেকোন কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা, যাতে কেউ কোন ত্রুটি খুঁজে না পায়;
৭. সহকর্মীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি নিয়োগকর্তার সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করা;
৮. বাংলাদেশি কর্মীদের সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সচেষ্ট থাকা;
৯. নিকটস্থ সাপোর্ট সেন্টার বা মাইগ্রান্ট সেন্টার এর সাথে যোগাযোগ রাখা;
১০. সাপোর্ট সেন্টার বা মাইগ্রান্ট সেন্টারে বিনামূল্যে সংশ্লিষ্ট দেশে কম্পিউটার ও বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী হিসেবে উচ্চ বেতনে চাকুরী পাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করা;

এক নজরে বিদেশে অবস্থানকালে বর্জনীয় বিষয়সমূহঃ

১. কর্মক্ষেত্রে/বিদেশে অবস্থানকালীন মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া;
২. শারীরিক সক্ষমতা থাকার পরও কাজে বিরত থাকা এবং আরও ভালো কোম্পানিতে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন অজুহাত সৃষ্টি করে কর্মস্থল পরিবর্তনের চেষ্টা করা;
৩. মদ্যপানজনিত কারণে কর্মস্থলে গরহাজির থাকা, সহকর্মীদের সাথে অশোভন আচরণ করা;
৪. লিখিত অনুমতি ব্যতীত ছুটি কাটানো;
৫. কর্মস্থলের কাজের সাথে সর্ম্পকহীন বিষয় নিয়ে অন্যের সাথে সরাসরি বা ফোনে কথা বলা;
৬. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহার না করে কাজ করা;
৭. যে যন্ত্র চালানোর জন্য লাইসেন্স প্রয়োজন হয় (যেমন ফর্ক লিফট, এস্কাভেটর, বোলার ইত্যাদি) লাইসেন্স ছাড়া সেই যন্ত্র চালানো;
৮. নিজের দেশের অনৈতিক ও বিভেদের উপাদানসমূহ বিদেশ পর্যন্ত বহন করা এবং বৈদেশিক কর্মক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রের বাইরে কোন্দলে জড়নো;

৯. সংবেদনশীল বিষয়ে (যেমন ধর্ম ও রাজনীতি) আলোচনা করা;